

আজ রাবির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী : ৫২ বছর আগে ১৬১ শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু

মোঃ রকিব উদ্দিন : আজ ৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ বছর পূর্তি হল। ১৯৫৩ সালের এই দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ঐকদিন যেখানে ছিল বন-জঙ্গল, ডোবানালা, সেই মতিহার আজ হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কলকলিতে মুখরিত। বিশ্বয় উপেক্ষাকারী বড় বড় অট্টালিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

ভৎসালীন প্রাচ্যের অন্ধভোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জন্য রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছিল স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে। সে সময় পূর্ববঙ্গীয় আইনসভার সদস্য উত্তরবঙ্গের কুড়ী পুরুষ মাদার বখশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করে জেলে। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৩১মার্চ তারিখে প্রাদেশিক আইনসভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন পাস হয়। সে বছরের ৩ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হয় ইতরাত হোসেন (আইএইচ) জুবেরীকে। ১৯৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষা বর্ষে ৭টি বিভাগে মোট ১৬১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শুরু হয়। রাজশাহী শহর থেকে ৩ মাইল দূরে মতিহার এলাকায় প্রায় সাড়ে ৭শ' একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তবে ভবনও সেখানে নিজস্ব কোন ভবন নির্মিত হয়নি। শহরের কয়েকটি বাড়ীতে অফিসিয়াল কার্যক্রম চলতে। আর রাজশাহী কলেজে ক্লাস নেয়া হত। পর

মদীর ধারে ঐতিহাসিক মীলকুঠি ভবির বাসভবন ও কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় ফুলার হোস্টেলে আর ছাত্রীরা থাকতো আড়া করা বাড়ীতে। ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমীতে ছিল লাইব্রেরী, শিক্ষক লাউঞ্জ ও চিকিৎসা কেন্দ্র। ১৯৫৮ সাল থেকে বর্তমান ক্যাম্পাসে দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ শুরু হয়। মতিহারের নিজস্ব স্থানে ভবন নির্মাণের পর ১৯৬১ সালে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম বিজ্ঞান ভবন এখানকার প্রথম একাডেমিক ভবন। ছাত্রবাস হিসেবে তৈরী করা হয়েছিল একটি টিনশেড ভবন যা বর্তমানে মতিহার হল হিসেবে রয়েছে। ১৯৬৪ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস ও বিভাগ মতিহার ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর ক্যাম্পাসটি মতিহার থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে নারিকেলবাড়ীয়ায় সাড়ে ৫ হেক্টর জায়গা ছুড়ে অবস্থিত। শুরুতে এখানে ছিল রাজশাহী কৃষি কলেজ।